50

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 30 NOV 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৫ ......

ভোলায় গণশিক্ষা কার্যক্রম সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে

দৌলতখান সংবাদদাতা ॥ ভোলা জেলার লালমোহন ও বোরহানউদ্দিন থানার প্রায় ২০ হাজার নিরক্ষর মানুষ এখন নিজের নাম দস্তখত করিতে ও লিখিতে পড়িতে পারে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের অর্থ সাহায্য ও পরিচালনায় ১ বছর মেয়াদী এই গণশিক্ষা কার্যক্রম সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়াছে। গত জুন মাস হইতে এই কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে লালমোহন থানার ৯টি ইউনিয়ন ও বোরহানউদ্দিন থানার ৪টি ইউনিয়নে কাজ চলে। এই কার্যক্রমে ১১ হইতে ৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর মহিলা পুরুষ শিক্ষার সুযোগ পাইতেছে। ৫টি এনজিও, যথা ডরপ, ভার্ক বিউক, ডাগস্ক ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ সম্বলিত এই প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। বোরহানউদ্দিনের ২৮৫টি কেন্দ্র ও লালমোহনে ৩৬০টি কেন্দ্রে মোট ৬৪৫ জন শিক্ষক সপ্তাহে ৬ দিন বিকালে ও সন্ধ্যায় ২ ঘন্টা করিয়া ক্লাস গ্রহণ করেন। সুপাভাইজারগণ কেন্দ্রগুলি তত্ত্বাবধান করেন। বিভিন্ন স্কুলে, মক্তবে বারান্দায় সন্ধ্যার পর পুরুষ কেন্দ্র ও বিকালে মহিলা কেন্দ্র চালু হইয়াছে। প্রতি কেন্দ্রে সরকারীভাবে খাতা, পেন্সিল, ব্লাকবোর্ড, হারিকেন, হোগলা, চেতনা ১, ২, ৩, (তিনটি করিয়া বই)সহ অন্যান্য সরঞ্জাম দেওয়া হইতেছে। ৯ মাস শিক্ষাদান কর্মসূচী ও ৩ মাস শিক্ষাদান। উত্তর কর্মসূচী চালু রহিয়াছে।

ইউপি নির্বাচন ও ধানকাটা মৌসুমে কার্যক্রমে কিছুটা বিঘ্ন সৃষ্টি হইলেও পর্যায়ক্রমে কাজ সমাধা হইতেছে। জেলা প্রশাসক আবদুল মান্নান ও সংশ্লিষ্ট টি,এনওগণ কেন্দ্র পরিদর্শন করিতেছেন।

ঐ দুই থানার বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন কালে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের ভীড় আছে। সকল কেন্দ্রেই চেতনা-২ পড়ানো হইতেছে। শিক্ষার্থীরা জানায়, শিক্ষার সুযোগ পাইয়া তাহারা খুশী। কুলি, মজুর-রিকশা চালক, দিনমজুরসহ সকল পেশার নিরক্ষর মানুষ সন্ধ্যার পর কেন্দ্রগুলিতে পড়াশুনা করে।

জেলা প্রশাসক আবদুল মান্নান জানান, প্রয়োজনীয় উপকরণ দেওয়াসহ শিক্ষাদান যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এজন্য তিনি নিজে কেন্দ্রগুলি সরেজমিন পরিদর্শন করিতেছেন। থানা পর্যায়ের কর্মকর্তারাও বিভিন্ন কেন্দ্রে তত্ত্বাবধান করি- তেছেন।